চিত্রভারতী নিবেদিত • শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তীরভূমি
পরিচালনা • গুরু বাগচী • সংগীত • বিজন পালে

চিত্রভারতী (প্রডাকসন) নিবেদিত

তীরভূমি

পরিচালনা : গুরু বাগচী

কাহিনী : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য : বিকাশ রায়

নৃত্য-পরিকল্পনা : ববী দাস

শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত

সহকারী : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা : কমল গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী : প্রনব মুখোপাধ্যায়

সংগীত : বিজন পাল

প্রযোজনা : বিষ্টু দাশগুপ্ত, অমর রায়

গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ : ননী দাস

সহকারী : কৃষ্ণ ধর

সংগীতগ্রহণ ও

শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সহকারী : বলরাম বারুই

শিল্পনির্দেশ : রামচন্দ্র সিন্ধে

সহকারী : রনজিত রায়

নেপথ্যকণ্ঠে : হেমন্ত মুখার্জী ॥ মান্না দে ॥ নির্মলা মিশ্র ॥ রুমা গুহঠাকুরতা ॥ মঞ্জুশ্রী কুণ্ডু

প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র সহকারী : পিন্টু দত্ত

রূপসজ্জা : মনতোষ রায়, গৌর দাস

সহকারী : পাঁচু দাস

সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
বৈজুরাম শর্মা

দৃশ্যসজ্জা : সতীশ মুখোপাধ্যায়
সুধীন অধিকারী

স্থির-চিত্র : আর্টিকো, ষ্টুডিও বলাকা

পরিচয়-পত্র : দিগেন ষ্টুডিও

কর্মসচিব : সুখময় সেন

ব্যবস্থাপনা : শৈলেন দাস

সহযোগী পরিচালক : বুল্টু পালিত

সহকারী : অমিত সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ওয়ালটেয়ার), প্রফুল্ল কুমার বাজপেয়ী, পরিমল কুমার চক্রবর্তী, অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা, দি. সিণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোং লিঃ, রবীন বসু।

॥ ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং পি, আর, প্রোডাকসনস্ পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত ॥

সহকারীবৃন্দ :

সংগীতে : কার্তিক ॥ বসন্ত ॥ শব্দগ্রহণ : পাঁচু মণ্ডল ॥ চিত্রশিল্পে : কেষ্ট মণ্ডল

ব্যবস্থাপনা : বেচু প্রামাণিক, অতুল দে

আলোক সম্পাতে : হরেন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ অভিমন্যু দাস ॥ সুধীর সরকার ॥ সুদর্শন দাস ॥ অবনী নস্কর ॥ সন্তোষ সরকার ॥ দিলীপ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশনায় : দেবালী পিকচার্স (কলিকাতা)

পম্পি ফিল্মস্ (মফঃস্বল ও অন্যত্র)

তীরভূমি

কাহিনী :

কর্মজীবনের শেষদিন—শেষ জাহাজটিকে বন্দরে পৌঁছে দিয়ে কোলকাতায় পাড়ি দিতে চান পাইলট অফিসার তপন মুখার্জী। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। মিঃ মুখার্জীরও তাই হ'ল। হঠাৎ চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে তার পরিচয় পত্র নিয়ে এসেছে বিলেত থেকে। নাম সোমা মুখার্জী। ধর্মত সে তপন মুখার্জীর মেয়ে।

হঠাৎ ঝড় উঠে সংসার সমুদ্রে। হাল ধরার চেষ্টা করেন ক্যাপ্টেন তপন মুখার্জী, কিন্তু উথালি পাথালি ঢেউয়ে তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে মিসেস নেলী মুখার্জী—মেঘ কালো আকাশের মতো গুমরে গুমরে মরছে একমাত্র পুত্র গৌতম।

একসময় আকাশ পরিষ্কার হলো কিন্তু নেলী মুখার্জী সোমাকে কিছুতেই মেনে
নিতে পারলেন না। মিঃ মুখার্জী স্ত্রীকে সব খুলে বলেন—
পঁচিশ বছর আগে বিলেতে রোজী পার্কার মুখার্জীর কাছে
বাংলা শিখতেন···মিস রোজী কুমারী সুজাতা হলেন—
কিন্তু রোজীর বাবা কিছুতেই রাজী না হওয়াতে
মিঃ মুখার্জী ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এলেন ;
কিন্তু রোজী তখন
সন্তান সম্ভবা···

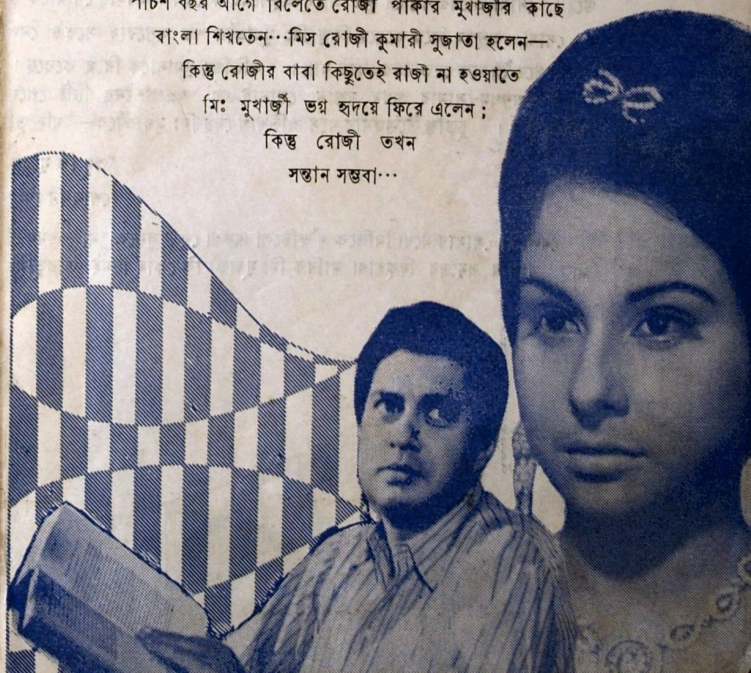

নিরুপায় মুখার্জী সোমাকে নিয়ে কোলকাতায় এলেন।—মেজদা-মেজবৌদি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সোমাকে গ্রহণ করেন আর সোমা পায় সুমনাকে—তার প্রথম ভারতীয় বান্ধবী বোনকে।

বাবা-মেয়ে পরস্পরকে বুঝতে পারে। বাপের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে সোমা তার মা আসার আগেই অন্যত্র চলে যেতে চায় কিন্তু বাবা মেয়েকে কিছুতেই ছাড়তে নারাজ।

রোজ সকালে সোমা জানালায় দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করে। তার স্বপ্নের ভারতকে কল্পনার চোখে দেখে। হঠাৎ নজর পড়ে পাশের বাড়ীর উঠোনে—দু'টি ছোট-ছোট ফুলের মতো শিশু, একটি প্রাণখোলা যুবক আর তার বৌদি, আদর্শ ভারতীয় নারীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সোমা হারিয়ে যায় স্বপ্নের রাজ্যে।

চাকরী ও থাকার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে সোমার পরিচয় হ'লো সুমনার পূর্ব পরিচিত স্যার বীরেশ্বর বোসের ছেলে অভিজিৎ-এর সঙ্গে। সুমনা আর অভিজিৎ-এর দেখা হলেই কথা কাটাকাটি হয়, ঝগড়া হয়, সোমার ভাল লাগে—সোমা উপভোগ করে।

কথা প্রসঙ্গে সোমা জানায় তার মা আজও মিসেস মুখার্জী। শুনে মিঃ মুখার্জী মর্মাহত হন। স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসহায় সোমা পাশের বাড়ীর যুবা অনুপম ও তার বৌদির সাহায্য চায়। ওদের আন্তরিকতায় অভিভূত হয়, আকৃষ্ট হয়।

হঠাৎ মিসেস নেলী মুখার্জী তার মাকে নিয়ে এসে হাজির হন, সংসারে অশান্তির ঝড় উঠে। কারণ পিতা-পুত্রীর সখ্যতা অসহ্য লাগে নেলী মুখার্জীর কাছে। সোমা কি করবে ভেবে পায় না কিন্তু সুমনা এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়। পাশের বাড়ীর অনুপম আর তার বৌদির অনুপ্রেরণায় সোমা তার স্বপ্নকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।

এতোদিন পর নেলী তাঁর সাত বছর আগে দশ বছরের মৃতা মেয়ে মিলিকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে সোমার মধ্যে। মুখার্জী খুশী হয়। নেলী তার নিজের মতো অতি-আধুনিকার সাজে সাজিয়ে সোমাকে ড্যান্স, ডিনার পার্টিতে তথা কথিত সোসাইটিতে মেতে থাকেন। সোমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। মিঃ মুখার্জী ক্ষুণ্ণ হন কিন্তু সোমা বিবেকের দংশনে জর্জ্জরিত হয়েও মাকে সন্তুষ্ট রাখতে সবকিছু করে যায়। কিন্তু অভিজিতের সঙ্গে সোমা বিয়েতে রাজী না হওয়াতে সংসারে আবার ঝড় উঠে। সোমা তীরের সন্ধানে ছুটে আসে অনুপমের কাছে। অসহায় সোমাকে গ্রহণ করতে অনুপম এতোটুকু দ্বিধা করেনি।

সোমা—অনুপম বিয়ে করেছে কিন্তু মিঃ মুখার্জীর শত অনুরোধ সত্বেও নেলী, গৌতম কেউ যেতে রাজী হয়নি সে বিয়েতে।

দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে যায়। অভিজিৎ সুমানাকে বিয়ে করেছে। তাদের সুখী দেখে নেলী মনে মনে জলেপুড়ে মরে। সে আগুন দাউ-দাউ করে জলে উঠলো—অনুপম-সোমার প্রথম সন্তান সোনাই-এর অন্নপ্রাশনের চিঠি পেয়ে এলোমেলো কথা বলতে থাকে নেলী। দেখে শুনে মনে হয় মানসিক বিকৃতি ঘটেছে তাঁর। চূড়ান্ত উত্তেজনার বসে অভিশাপ দেয় মিঃ মুখার্জীকে—"যদি তুমি ওখানে যাও তবে গিয়ে সোনাইয়ের মরামুখ দেখতে পাবে।"

"শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।"

নেলী যে সোমার মধ্যে মিলিকে খুঁজছিলো একথা কেউ বুঝলো না—এমন কি বিধাতাও না। নইলে এমন কেন হলো? সোমা কি মিলি হয়ে আসতে পারতো না? সংসার সমুদ্রের দিক্‌হারা নাবিক মিঃ মুখার্জী কি কোন দিনই তীরভূমির সন্ধান পাবেন না??...

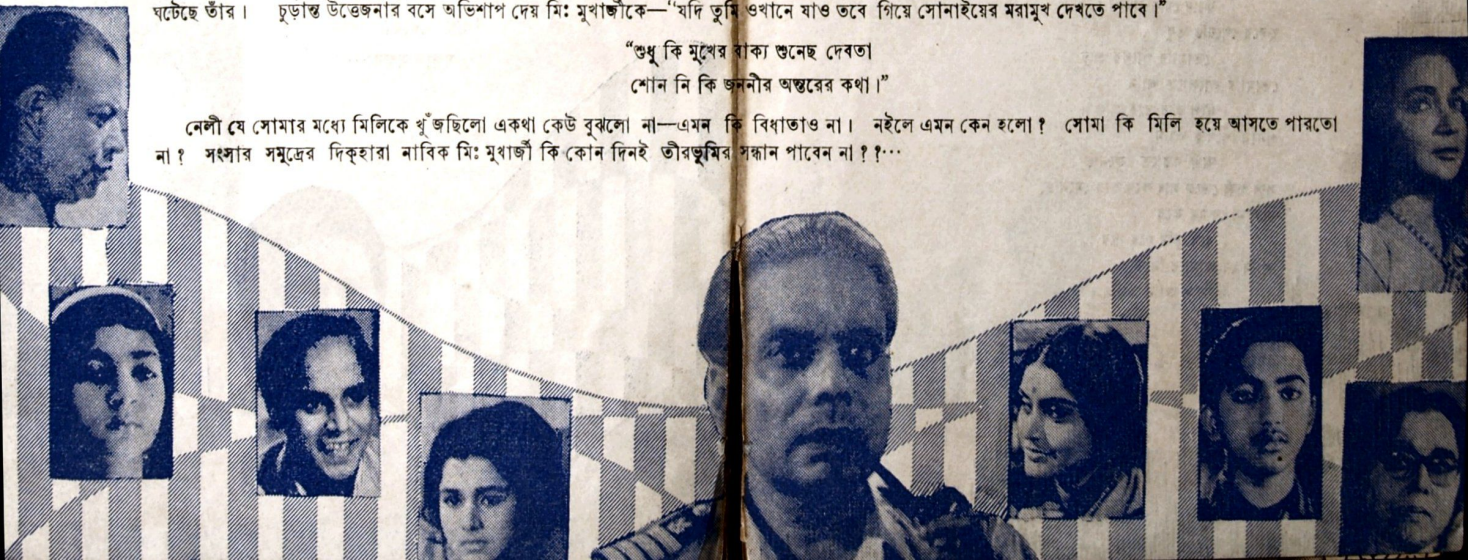

সঙ্গীত

(১)

তীরভূমি খোঁজে নাবিক হৃদয়
সমুদ্র সংসারে—
যে তীরের নাম শান্তির দেশ—
যে থাকে অচিন পারে।
আকুল সাগর জলে
(এই) জীবনের তরী চলে
ডুবো পাহাড়ের কতনা আঘাত—
আহত করে যে তারে ॥
সমুদ্র সংসারে।
হায় সে অবুঝ নাবিক জানে না—
আসল কাণ্ডারীকে
কার ইচ্ছায় তরী ভেসে যায়
কোন স্রোতে কোন দিকে ;
হঠাৎ ঝড়ের বেগে—
(ঐ) ধ্রুবতারা কেন নেভে
হঠাৎ বন্ধ বাতি ঘরে কেন
জ্বলে সে অন্ধকারে ॥

(২)

জানি না পথের সীমা—
আমি শুধু পথ চলি।
পরানে কাঁদে যে রাধা
কাঁদে যে চন্দ্রাবলী!
হৃদয়ে পেয়েছি তবু
তোমারি পাথেয় প্রভু
তোমারি আলোতে আমি
দীপ হয়ে তাই জ্বলি ॥
প্রনাম শিখেছি আমি
অশ্রু ঝরাতে জেনেছি
সর্ব্ব গর্ব্ব ভেঙ্গে সাধ করে হার মেনেছি,
বলোনা কেমন করে
রবে তুমি দূরে সরে
আমি যে আমারে নিয়ে
দিতে জানি অঞ্জলি ॥

(৩)

এই তো জীবন হুররে
দিনরাত সারা দিন রাত
চোখে চোখ আর হাতে হাত
লক্ষ ছন্দ দোলে, হাজারটা কোলাহলে
ঝরছে খেয়ালের সুররে।
হিপ্‌ হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে!
মিষ্টি মিষ্টি বাঁশি দুষ্টু দুষ্টু হাসি—
আব্‌ছা আব্‌ছা ছবি জাগছে—
অল্প অল্প জেনে একটু গল্প এনে—
শুনতে শুনতে বেশ লাগছে—
মানলে কী ক্ষতি এ মন আবেশে ভরপুররে॥
একটু একটু করে আস্‌তে আস্‌তে সরে
না হয় বেশীই কাছে আসলে—
একটু বল্‌লে তুমি একটু বল্‌বো আমি
একটু না হয় ভাল বাসলে
ভাবলে কী ক্ষতি—
চাঁদের দেশটা নয় দূররে।

রূপায়ণেঃ

মাধবী মুখোপাধ্যায় (অতিথি শিল্পী) অনিল চট্টোপাধ্যায়
বিকাশ রায় ॥ মঞ্জু দে ॥ রবি ঘোষ ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ রুমা
গুহঠাকুরতা ॥ সীতা মুখোপাধ্যায় ॥ মাষ্টার শঙ্কর ॥
কুমারী কৃষ্ণকলি ॥ জীবেন বসু ॥ অজন্তা কর ॥
গণেশ বাগচী ॥ এডেল মাহিন্দর ॥ তপন কুমার ॥
স্বপন কুমার ॥ সুখময় সেন ॥ ক্ষিতিশ ঘোষ ॥
প্রীতি মজুমদার ॥ সুধাময় গৌতম ॥
রমেন চক্রবর্তী ॥ বিমল বন্দোপাধ্যায়
প্রভৃতি।

পম্পি ফিল্মস এর ৩য় নিবেদন
অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত
নিমাই ভট্টাচার্য্য রচিত

মেম সাহেব

শ্রেঃ উত্তম কুমার এবং নায়িকার চরিত্রে বাংলার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী

পম্পি ফিল্মস ও
দেবালী পিকচার্স পরিবেশিত
আগামী ছবির সানন্দ ঘোষণা

এম. বি. প্রোডাকসন্স-এর

প্রতিদান

পরিচালনা · অজিত গাঙ্গুলী
সংগীত · শৈলেন মুখার্জী

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও নিবেদিত

যুগমানব কবীর

পরিচালনা • আশুতোষ নাগ
সংগীত • বিজন ঘোষ দস্তিদার
ভূমিকায় · অসীম কুমার · কালী ব্যানার্জী
কনিকা মজুমদার এবং মাধবী মুখার্জী

পম্পি ফিল্মস্ ও দেবালী পিকচার্স, ৯ ক্রুকেড লেন, কলিকাতা-১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৪১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত